



জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের প্রস্তাব জামায়াতের



সংগৃহীত ছবি

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় জামায়াতে ইসলামী জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ জারির প্রস্তাব দিয়েছে। দলটির দাবি, জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে এই আদেশ প্রয়োজন। অন্যথায় বিকল্প হিসেবে গণভোটের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকের বিরতিতে জামায়াতে ইসলামী জুলাই সনদ বাস্তবায়নে তাদের প্রস্তাব উপস্থাপন করে।

জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের জানান, কমিশনের পক্ষ থেকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য পাঁচটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে জামায়াত একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব রেখেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই বিকল্পগুলোর ভিত্তিতে আইনগত কাঠামো গড়ে তুলেই আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আইনজীবী শিশির মনির বলেন, “আমরা প্রস্তাব দিয়েছি— একটি বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ জারি করে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। এতে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো অস্থায়ীভাবে বিশেষ আইনের মাধ্যমে কার্যকর হবে। অন্য সব ক্ষেত্রে বর্তমান সংবিধান বহাল থাকবে।”

তিনি আরও বলেন, ৫ আগস্ট জনগণের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। গণঅভ্যুত্থানের পর সংবিধানের বহু ধারা অকার্যকর হয়ে গেছে। তাই জনগণের ইচ্ছাকে কার্যকর করতে বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ জারি করা ছাড়া বিকল্প নেই।

তাহের বলেন, বিশেষ সাংবিধানিক আইন জারি করে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না হলে বিকল্প হিসেবে গণভোট আয়োজন করা যেতে পারে।